১২তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ঢাকা, শুক্রবার, ১৯ চৈত্র ১৪১৬, ০২ এপ্রিল ২০১০

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী

প্রিয় প্রতিবন্ধী ভাই ও বোনেরা।

আসসালামু আলাইকুম।

১২তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস এবং ৩য় বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষে প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। পাশাপাশি তাদের পরিবার, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবা ও উন্নয়নে নিয়োজিত ব্যক্তি, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসমূহকেও আমি শুভেচ্ছা জানাই।

প্রতিটি মানুষ জন্মগতভাবে যথাযথ মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী। প্রতিবন্ধীরাও এর ব্যতিক্রম নয়। তাদের অবজ্ঞা বা অবহেলা করা শুধু অন্যায়ই নয়, অমানবিক। প্রতিবন্ধীদের অধিকার এবং মর্যাদা সমুন্নত রাখতে আমাদের সরকার বদ্ধপরিকর।

সুধিবৃন্দ,

স্বাধীন বাংলাদেশে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের মধ্য দিয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিবন্ধীদের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি দেন। একই সঙ্গে তাদের চিকিৎসাসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে বেশকিছু কার্যক্রম হাতে নেন বঙ্গবন্ধুর সরকার। এরই ধারাবাহিকতায় গত চার দশকে প্রতিবন্ধীতা সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ঘটেছে।

সুধিবৃন্দ,

আমাদের সরকারের সময়ই ১৯৯৯ সালে জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বর্তমানে এর সাথে সংযোজিত হয়েছে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস।

অটিজম বিষয়টি আমাদের সমাজে কিছুটা নতুন হলেও এর ব্যাপ্তি অনেক। দিনে দিনে এই অটিস্টিক ব্যক্তিদের সংখ্যাও বাড়ছে। অটিস্টিক শিশুদের বিশেষ চাহিদাসমূহকে মাথায় রেখে তাদের প্রতি যত্ন নিলে তারাও দেশের অমূল্য সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হবে।

সুধিবৃন্দ,

আমাদের সংবিধানে সকল ক্ষেত্রে বৈষম্যহীনতার কথা থাকলেও, দেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। তাই অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সুষম উন্নয়নের জন্য আমাদের সরকার নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য একটি যুগোপযোগী আইন প্রণয়নের কাজ চলছে। এখানে সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও অটিস্টিকজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরও স্বার্থ ও অধিকার সুরক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এ লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা বিশ্বাস করি, এই আইন দেশের সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির স্বার্থ ও অধিকার সুরক্ষায় বলিষ্ঠ অবদান রাখবে।

সুধিবৃন্দ,

উপযুক্ত সুযোগ এবং পরিবেশ পেলে প্রতিবন্ধী জনগণ জনশক্তিতে পরিণত হতে পারে। এই সুযোগ তাঁদের করে দিতে হবে। উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তাঁদের নিজ নিজ যোগ্যতা এবং দক্ষতা অনুযায়ী কর্মের সুযোগ করে দিতে হবে।

প্রতিবন্ধীদের জন্য তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারি নিয়োগের ক্ষেত্রে যে ১০% কোটা সংরক্ষিত আছে এবং ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা নিয়োগে যে ১% কোটা সংরক্ষিত আছে তা যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ দিচ্ছি।

আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসে আমি বলেছিলাম কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাজে নিয়োগ করলে সে প্রতিষ্ঠানকে কর রেয়াতের আওতায় আনা হবে।

আমি সকল মন্ত্রণালয় এবং তার অধীনস্থ অধিদপ্তর বা বিভাগসমূহকে নির্দেশ প্রদান করছি, প্রতিবন্ধীতার অজুহাতে কোন যোগ্য প্রার্থী যাতে সরকারি চাকুরী পাওয়া হতে বঞ্চিত না হয়।

শুধুমাত্র কর্মসংস্থানই নয়, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী কর্ম পরিবেশও তৈরী করতে হবে। অবকাঠামোগত সুযোগ নিশ্চিত করা না গেলে প্রতিবন্ধী মানুষ কাজ করতে পারবে না। আমি আহবান জানাব, সকল সরকারি-বেসরকারি ভবনসমূহ যাতে সার্বজনীন প্রবেশাধিকারকে মাথায় রেখে তৈরি করা হয়।

প্রিয় প্রতিবন্ধী ভাই ও বোনেরা,

প্রতিটি প্রতিবন্ধী শিশু তার বাড়ীর কাছের প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে শুরু করে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্য সবার মত পড়াশুনা করার সুযোগ পাবে। ইতোমধ্যে প্রতিবন্ধী শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি, বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত পরিবেশ নিশ্চিত করতে আমরা প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছি।

উচ্চ শিক্ষায় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে সেজন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমুহে তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যাতে সহজেই নিজেদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে সে জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ঋণ প্রদানের শর্তগুলো আরও সহজ করার আহবান জানাচ্ছি।

সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে যাতে প্রতিবন্ধীরা অংশগ্রহণ করতে পারে সে ব্যবস্থাও আমরা করব। এছাড়াও, সরকারের সকল খাস জমি, পুকুর, জলাশয় ইত্যাদি বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

সুধিবৃন্দ,

আমরা দেশের ৬ বিভাগে ৬টি এতিম প্রতিবন্ধী কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু করেছি। তাদেরকে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও থেরাপি সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সরকারি অর্থায়নে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে Pilot Project হিসেবে ৫ কোটি ৪০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে দেশের ৫টি জেলায় কার্যক্রম চলছে যা পর্যায়ক্রমে সকল জেলা ও উপজেলা পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হবে।

অটিজম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকায় জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে অটিজম রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য মাসিক ৩০০ টাকা হারে মোট ২ লক্ষ ৬০ হাজার প্রতিবন্ধীকে চলতি অর্থ বছরে ৯৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হচ্ছে।

একইভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষা উপখাতে ৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। চারটি স্তরে এ বৃত্তি প্রদান করা হয়। প্রথম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ৩০০ টাকা হারে, ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ৪৫০ টাকা হারে, একাদশ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ৬০০ টাকা হারে এবং এর পরবর্তী উচ্চতর স্তরে ১০০০ টাকা হারে বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের আওতায় Promotion of Services and Opportunities to the Disabled Persons in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্পে ১৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য ঢাকায় একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স স্থাপন করা হবে।

১৯৯৯ সালে আমরা সরকারে থাকতে আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদরা যুক্তরাষ্ট্রে স্পেশাল অলিম্পিকে অংশ নেয়। ২১ টি স্বর্ণ, ৯ টি রূপা ও ৬ টি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে দেশের মুখ উজ্জল করে। প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদদের জন্য আমরা ঢাকায় প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছি।

দেশের সকল বিভাগীয় শহরে প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষায়িত হাসপাতাল তৈরি করা হবে। ইতোমধ্যে সাভারে শেখ ফজিলাতুননেসা মুজিব বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে। প্রতিবন্ধী শিশুর নার্সিং এর জন্য সেখানে নার্সিং স্কুল স্থাপন করে নার্সদের বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

আমরা বাংলাদেশকে একটি ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তর করার ঘোষণা দিয়েছি। আমি মনে করি, তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে একজন প্রতিবন্ধী মানুষ একজন সাধারণ মানুষের সমান সক্ষমতা অর্জন করতে পারেন।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী করে কম্পিউটার, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন প্রভৃতি উদ্ভাবন করতে হবে।

আজ যে হোস্টেলের উদ্বোধন করা হল, এটি প্রতিবন্ধী মানুষের ক্ষমতায়নের পথে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। কর্মসংস্থান হওয়া সত্ত্বেও আবাসিক সমস্যার কারণে যেসব প্রতিবন্ধীদের চরম সমস্যায় পড়তে হয়, এই হোস্টেল তাদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করবে।

ক্রমান্বয়ে এই কার্যক্রম বিভাগীয় এবং পরবর্তীতে জেলা পর্যায়েও সম্প্রসারণ করা হবে।

প্রতিবন্ধী মানুষের উন্নয়নে আমি এবং আমার সরকার কাজ করে যাব। দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে আমরা দৃঢ়প্রত্যয়ী। এজন্য সবার সহযোগিতা চাই। সকলের সহযোগিতায় এই দেশ একদিন সুখী ও সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবে¿ইনশাআল্লাহ।

সবাইকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।